আল্লাহর ভালবাসার নিদর্শন

Shaykh Pod BOOKS

Shaykh Pod BANGLA

إن التحلي بالصفات الإيجابية
يؤدي إلى راحة البال

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার ভালবাসার নিদর্শন

শায়খপড বই

ShaykhPod Books, 2023 দ্বারা প্রকাশিত

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার ভালবাসার নিদর্শন

প্রথম সংস্করণ। 5 মে, 2023।

ShaykhPod বই দ্বারা লিখিত.

সুচিপত্র

স্বীকৃতি

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি মহান, বিশ্বজগতের পালনকর্তা, যিনি আমাদের এই ভলিউমটি সম্পূর্ণ করার অনুপ্রেরণা, সুযোগ এবং শক্তি দিয়েছেন। বরকত ও সালাম বর্ষিত হোক মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর উপর যার পথ মানবজাতির মুক্তির জন্য মহান আল্লাহ মনোনীত করেছেন।

আমরা সমগ্র ShaykhPod পরিবারের প্রতি আমাদের গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে চাই, বিশেষ করে আমাদের ছোট তারকা, ইউসুফ, যার অব্যাহত সমর্থন এবং পরামর্শ ShaykhPod Books এর বিকাশকে অনুপ্রাণিত করেছে।

আমরা প্রার্থনা করি যে, মহান আল্লাহ আমাদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ পূর্ণ করেন এবং এই বইয়ের প্রতিটি অক্ষর তাঁর দরবারে কবুল করেন এবং শেষ দিনে আমাদের পক্ষে সাক্ষ্য দেওয়ার অনুমতি দেন।

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি মহান, বিশ্বজগতের প্রতিপালক এবং অশেষ রহমত ও শান্তি মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর, তাঁর বরকতময় পরিবার ও সাহাবীগণের উপর, আল্লাহ তাদের সকলের প্রতি সন্তুষ্ট হন।

কম্পাইলারের নোট

আমরা এই ভলিউমটিতে সুবিচার করার জন্য নিরলসভাবে চেষ্টা করেছি তবে যদি কোনও শর্ট ফল পাওয়া যায় তবে তার জন্য কম্পাইলার ব্যক্তিগতভাবে এবং এককভাবে দায়ী।

আমরা এমন একটি কঠিন কাজ সম্পন্ন করার প্রচেষ্টায় ত্রুটি এবং ত্রুটির সম্ভাবনা গ্রহণ করি। আমরা হয়তো অজ্ঞাতসারে হোঁচট খেয়েছি এবং ভুল করেছি যার জন্য আমরা আমাদের পাঠকদের প্রশ্রয় ও ক্ষমা চাই এবং আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করাকে প্রশংসা করা হবে। আমরা আন্তরিকভাবে গঠনমূলক পরামর্শ আমন্ত্রণ জানাচ্ছি যা ShaykhPod.Books@gmail.com এ করা যেতে পারে ।

ভূমিকা

নিচের একটি ছোট বই যা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ, মহান, এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কে ভালবাসার কিছু নিদর্শন নিয়ে আলোচনা করে। মুসলমানদের জন্য এই লক্ষণগুলিকে অবলম্বন করে তাদের মৌখিক প্রেমের ঘোষণাকে সমর্থন করা অত্যাবশ্যক, যাতে তারা মহৎ চরিত্র অর্জন করতে পারে।

জামে আত তিরমিযী, 2003 নম্বরে প্রাপ্ত হাদিস অনুসারে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) পরামর্শ দিয়েছেন যে বিচার দিবসের দাঁড়িপাল্লায় সবচেয়ে ভারী জিনিসটি হবে মহৎ চরিত্র। এটি মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর গুণাবলীর মধ্যে একটি, যা মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের 68 নং আয়াত আল কালামে প্রশংসা করেছেন:

"এবং প্রকৃতপক্ষে, আপনি একটি মহান নৈতিক চরিত্রের।"

তাই মহৎ চরিত্র অর্জনের জন্য পবিত্র কুরআনের শিক্ষা ও মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্য অর্জন ও আমল করা সকল মুসলমানের কর্তব্য।

মহান আল্লাহ ও মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ভালোবাসার নিদর্শন

পবিত্র কুরআন ও মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীসে স্পষ্ট করা হয়েছে যে, মহান আল্লাহ ও মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি ভালোবাসা একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। বিশ্বাসের প্রকৃতপক্ষে, সহীহ মুসলিমে পাওয়া একটি হাদিস, 165 নম্বর, উপদেশ দেয় যে একজন ব্যক্তি তখনই ঈমানের মাধুর্য আস্বাদন করবে যখন সে মহান আল্লাহকে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সমগ্র সৃষ্টির চেয়ে বেশি ভালোবাসবে। . সহীহ মুসলিমে প্রাপ্ত আরেকটি হাদিস, 168 নম্বর, স্পষ্টভাবে সতর্ক করে যে একজন ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত ঈমানদার হতে পারে না যতক্ষণ না সে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সমগ্র সৃষ্টির চেয়ে বেশি ভালোবাসে। এই সত্যের কারণে মুসলমানরা সবাই দাবি করে যে তারা মহান আল্লাহকে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কে ভালবাসে। কিন্তু এটি একটি দাবি যা প্রমাণ দ্বারা সমর্থন করা আবশ্যক। অন্যথায় মহান আল্লাহর কাছে এর কোনো মূল্য থাকবে না।

ভালোবাসার প্রথম নিদর্শন পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে। এটি স্পষ্টভাবে উপদেশ দেয় যে, কেউ যদি মহান আল্লাহকে ভালোবাসে এবং তাঁর ভালোবাসা ও ক্ষমা কামনা করে তবে তাদের অবশ্যই বাস্তবিকভাবে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর পদাঙ্ক অনুসরণ করতে হবে। অধ্যায় 3 আলে ইমরান, আয়াত 31:

"বলুন, [হে মোহাম্মদ], "তোমরা যদি আল্লাহকে ভালোবাসো, তবে আমাকে অনুসরণ কর, [তাহলে] আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন এবং তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন এবং আল্লাহ ক্ষমাশীল ও করুণাময়।"

এর অর্থ হল একজন মুসলমানকে অবশ্যই মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কে অনুকরণ করার চেষ্টা করতে হবে, তাঁর কথা ও কাজের অনুসরণের মাধ্যমে তাঁর ঐতিহ্যকে তাদের জীবনে প্রয়োগ করে। তাদের অবশ্যই তার আদেশ পালন করতে হবে এবং তার নিষেধ এড়িয়ে চলতে হবে। অধ্যায় 59 আল হাশর, আয়াত 7:

"...আর রসূল তোমাকে যা দিয়েছেন তা নাও; এবং তিনি আপনাকে যা নিষেধ করেছেন - তা থেকে বিরত থাকুন..."

একজনকে তার ঐতিহ্য থেকে বাছাই করা উচিত নয় এবং শুধুমাত্র তাদের আচরণে প্রয়োগ করা উচিত যখন এটি তাদের জন্য উপযুক্ত। যে ব্যক্তি এটি করে সে কেবল তাদের আকাঙ্ক্ষার অনুসরণ করছে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্য অনুসরণ করার দাবি করছে। এই ভুল মনোভাবের একটি সুস্পষ্ট চিহ্ন হল যে, একজন ব্যক্তি মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক নির্ধারিত কর্মের অগ্রাধিকার পরিবর্তন করে। উদাহরণস্বরূপ, তারা মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কর্মকে অগ্রাধিকার দেবে, যা তাঁর অন্যান্য কর্মের চেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ। উদাহরণস্বরূপ, সহীহ বুখারীতে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে, 5363 নম্বর, মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাড়িতে থাকাকালীন তাঁর পরিবারকে বাড়ির কাজে সাহায্য করতেন কিন্তু নামাজের সময় হলে তিনি ইমামতি করতে চলে যেতেন। মসজিদে জামাতের নামাজ। যদি কেউ তাদের পরিবারকে ঘরের কাজে সাহায্য করে কিন্তু

বৈধ অজুহাত ছাড়া জামাতের সাথে নামায পড়ার জন্য মসজিদে উপস্থিত না হয় তবে তারা মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঐতিহ্য অনুসরণ করছে না। এর কারণ তারা কর্মের অগ্রাধিকার পুনর্বিন্যাস করেছে। মসজিদে জামাতের সাথে নামায পড়া মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্য অনুসারে ঘরের কাজে সাহায্য করার চেয়ে অগ্রাধিকার দেয়। এবং যদি কোন ব্যক্তি এই অগ্রাধিকারটি পুনরায় সাজায় তবে তারা তার ঐতিহ্য অনুসরণ করছে না। নিজের পরিবারকে ঘরের কাজে সাহায্য করা নিঃসন্দেহে একটি উত্তম কাজ কিন্তু তারা যদি এমন আচরণ করে তাহলে তারা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রীতি অনুসরণ করছে না, যদিও তা মনে হয়। প্রকৃতপক্ষে তারা কেবল তাদের নিজস্ব ইচ্ছা অনুসরণ করে। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যা মুসলমানদের বুঝতে হবে। কিন্তু এটা মনে রাখা অত্যাবশ্যক, এর মানে এই নয় যে মুসলমানদের সৎ কাজ করা বন্ধ করা উচিত। এর অর্থ হল তাদের উচিত মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্যকে সঠিকভাবে অনুসরণ করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা।

মহান আল্লাহ ও মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে সত্যিকারের ভালোবাসার পরবর্তী নিদর্শন হল যে, কেউ পবিত্র কুরআনে প্রদত্ত আদেশ ও নিষেধাজ্ঞাকে প্রাধান্য দেবে এবং নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদিসসমূহকে প্রাধান্য দেবে। তার উপর, তাদের নিজস্ব ইচ্ছা এবং মতামত উপর. অধ্যায় 9 তাওবাহ, আয়াত 24:

"বলুন, [হে মুহাম্মদ], "যদি তোমাদের পিতা, তোমাদের পুত্র, তোমাদের ভাই, তোমাদের স্ত্রী, তোমাদের আত্মীয়-স্বজন, তোমরা যে সম্পদ অর্জন করেছ, বাণিজ্য যাতে তোমরা পতনের আশঙ্কা কর, এবং যে বাসস্থানে তোমরা সন্তুষ্ট, তা তোমাদের কাছে অধিক প্রিয় হয়। আল্লাহ ও তাঁর রসূল এবং তাঁর পথে জিহাদ করুন, অতঃপর অপেক্ষা করুন যতক্ষণ না আল্লাহ তাঁর আদেশ পালন করেন এবং আল্লাহ অবাধ্য সম্প্রদায়কে পথ দেখান না।"

একজন ব্যক্তি শুধুমাত্র তাদের প্রতি ভালবাসার কারণে এই আয়াতে উল্লেখিত বিষয়গুলির দিকে ঝুঁকে পড়ে। কিন্তু যখন কেউ এসবের উপর ইসলামের আনুগত্য বেছে নেয়, তখন তা প্রমাণ করে যে, মহান আল্লাহ ও মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি তাদের ভালোবাসা। একজন সত্যিকারের প্রেমিক কেবল তাদের প্রিয়তমের আনুগত্য করতে এবং সর্বদা তাদের খুশি রাখতে চায়। এটা তখনই সম্ভব যখন একজন মুসলিম ইসলামের শিক্ষা মেনে চলে।

মহান আল্লাহকে ভালোবাসার পরবর্তী নিদর্শন হলো, মানুষের প্রতি তাদের ক্রোধ কেবল মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই হবে। অর্থ, মহান আল্লাহ যা অপছন্দ করেন তা তারা অপছন্দ করবে। এটি একজন মুসলিমকে অন্যের প্রতি খারাপ অনুভূতি গ্রহণ করতে বাধা দেয় এবং ইসলামের আদেশ অনুসারে অন্যদের সম্মান করতে তাদের অনুপ্রাণিত করে। এমনকি যদি অন্য ব্যক্তি পাপ করে তবে তাদের পাপকে অপছন্দ করা উচিত তবে পাপীকে ঘৃণা করা উচিত নয় কারণ তারা যে কোনও সময় আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হতে পারে। প্রকৃতপক্ষে, মহান আল্লাহ পাপীকে ঘৃণা করেন না। এটা প্রমাণিত যে, তাওবার দরজা তাদের মৃত্যু পর্যন্ত পাপীর জন্য সবসময় খোলা থাকে। অধ্যায় 4 আন নিসা, আয়াত 17:

“আল্লাহ তাওবা কবুল করেন শুধুমাত্র তাদের জন্য যারা অজ্ঞতাবশত [বা অসতর্কতায়] অন্যায় করে এবং তারপর [পরে] তওবা করে। তারাই যাদেরকে আল্লাহ ক্ষমা করবেন..."

যদি মহান আল্লাহ পাপীকে ঘৃণা করতেন তবে তিনি তাদের অনুতপ্ত হওয়ার সুযোগ দিতেন না। পাপকে অপছন্দ করা এবং পাপীকে নয় নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর একটি ঐতিহ্য, এবং যে কেউ তাঁর ঐতিহ্যের উপর আমল করে সে তাকে সত্যিকারের ভালবাসে এবং যে ব্যক্তি মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সত্যিকার অর্থে ভালবাসে, সে তার মধ্যে থাকবে। তার সাথে জান্নাত। জামি আত তিরমিযী, 2678 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। একজন মুসলিম যত বেশি তাদের আবেগকে নিয়ন্ত্রণ করে যাতে তারা শুধুমাত্র মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য রাগান্বিত হয়, তত বেশি তারা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ, মহান এবং পবিত্রকে ভালবাসে। নবী মুহাম্মদ সা. যে মুসলমান এভাবে আমল করে না সে অসম্পূর্ণ ভালোবাসার অধিকারী।

মহান আল্লাহ ও মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সত্যিকারের ভালবাসার পরবর্তী নিদর্শন হল যে, একজন মুসলমান প্রায়শই আল্লাহ তায়ালা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে স্মরণ করবে। এটি সাধারণভাবে জানা যায় যে একজন ব্যক্তি যাকে প্রায়শই মনে রাখেন তিনি তাকে ভালোবাসেন, যত বেশি ভালবাসা তত বেশি স্মরণীয়। এটি সহীহ মুসলিম, 826 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে ইঙ্গিত করা হয়েছে, যা পরামর্শ দেয় যে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) প্রতি মুহূর্তে মহান আল্লাহকে স্মরণ করতেন। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি মহান আল্লাহর প্রতি যে গভীর ভালোবাসা রয়েছে তার এটি একটি নিদর্শন। যারা মহান আল্লাহকে স্মরণ করার মাধ্যমে তাদের ভালবাসার প্রমাণ দেয়, তাদের প্রায়শই ক্ষমা এবং মহান পুরস্কারের সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে। অধ্যায় 33 আল আহজাব, আয়াত 35:

"...এবং যারা বারবার আল্লাহকে স্মরণ করে এবং যারা তা করে, তাদের জন্য আল্লাহ ক্ষমা ও মহা পুরস্কার প্রস্তুত রেখেছেন।"

মহান আল্লাহকে ভালোবাসার পরবর্তী নিদর্শন হলো মহান আল্লাহ ও মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে সাক্ষাতের প্রবল ইচ্ছা। কাউকে ভালোবাসা এবং তার নিরন্তর সঙ্গ কামনা করা সম্ভব নয়। যিনি এই সভা চান তিনি এর প্রস্তুতির জন্য প্রচুর প্রচেষ্টা নিবেদন করবেন। পার্থিব বিষয়েও এটি বেশ স্পষ্ট, একটি মিটিং যত বেশি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তুতি তত বেশি। সুতরাং যারা মহান আল্লাহর সাথে সাক্ষাত করতে চায়, তারা তাঁর আদেশ-নিষেধ থেকে বিরত থেকে এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করার মাধ্যমে তাঁর আন্তরিক আনুগত্যে সংগ্রাম করবে। পবিত্র কুরআনে এর ইঙ্গিত করা হয়েছে। অধ্যায় 18 আল কাহফ, আয়াত 110:

"...সুতরাং যে তার প্রভুর সাথে সাক্ষাতের আশা করে, সে যেন সৎ কাজ করে এবং তার প্রভুর ইবাদতে কাউকে শরীক না করে।"

এই চিহ্নটি পূর্ববর্তীটির সাথে যুক্ত কারণ মহান আল্লাহ, সহীহ বুখারি, 7405 নম্বরে পাওয়া একটি ঐশী হাদিসে স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছেন যে, যিনি তাকে স্মরণ করেন তিনি তার সাথে আছেন। সুতরাং কেউ যদি মহান আল্লাহর সঙ্গ কামনা করে, তবে তারা তাঁর আন্তরিক আনুগত্যের মাধ্যমে সর্বদা তাঁকে স্মরণ করবে।

যারা মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে সাক্ষাত করতে চায়, তারা তাঁর ঐতিহ্য অনুসরণে ত্বরান্বিত হবে। বিশেষ করে যেগুলো নির্দেশ করে যে এগুলোর উপর আমল করলে পরকালে তার সাথে থাকবে। উদাহরণস্বরূপ, সহীহ বুখারি, 5304 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস পরামর্শ দেয় যে যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য এতিমের যত্ন নেয়, সে পরকালে মহানবী

হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর সাথে থাকবে। সাহাবায়ে কেরাম, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট, এই নিদর্শনটি সর্বোচ্চভাবে পূর্ণ করেছিলেন কারণ তারা সর্বদা মহান আল্লাহ এবং মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহচর্য কামনা করেছিলেন। পবিত্র কুরআন সাহাবাদের এই বৈশিষ্ট্যের প্রতি ইঙ্গিত করে, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন, আলে ইমরান, 159 নং আয়াতে:

"অতএব, [হে মুহাম্মদ] আল্লাহর রহমতে, আপনি তাদের প্রতি নম্র ছিলেন। এবং আপনি যদি [কথায়] অভদ্র এবং হৃদয়ে কঠোর হতেন, তবে তারা আপনার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেত..."

প্রকৃতপক্ষে মহান আল্লাহকে ভালোবাসার পরবর্তী নিদর্শন হল মহান আল্লাহ তায়ালা বা মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে স্মরণ করার সময় অত্যন্ত সম্মান প্রদর্শন করা। যখন কেউ মহান আল্লাহকে স্মরণ করে, তখন তা গাফিলতির সাথে করা উচিত নয়, অর্থ, যখন কেউ জিহ্বা দিয়ে মহান আল্লাহকে স্মরণ করে কিন্তু হৃদয় দিয়ে নয়। এটি প্রায়শই প্রার্থনার সময় ঘটতে পারে যেখানে একজন মুসলমান মহান আল্লাহকে উপাসনা করছেন বলে মনে হতে পারে, তবুও, তাদের মন জড় জগতের চারপাশে বিস্মিত হয়। যখন কেউ সালাত আদায় করে তখন তারা তাদের প্রভুর সাথে অন্তরঙ্গভাবে কথা বলে। তাই এই ঐশী যোগাযোগের সময় তাদের গাফিলতি করা উচিত নয়। একজন ব্যক্তি অপছন্দ করেন যখন অন্য ব্যক্তি তাদের কথোপকথনের সময় গাফিলতি করে, তাহলে কিভাবে মহান আল্লাহ এমন একজনের প্রতি সন্তুষ্ট হবেন যে তাকে এভাবে স্মরণ করে? যখন কেউ মহান আল্লাহকে সঠিকভাবে স্মরণ করে, তখন তা তাঁর সাথে তাদের আধ্যাত্মিক সংযোগকে শক্তিশালী করে। এটি তাদের অনুপ্রাণিত করবে অধিকতর আনুগত্যের প্রতি অনুপ্রাণিত করবে তাঁর আদেশ-নিষেধ পূর্ণ করা, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকা এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করার মাধ্যমে।

এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ, যদিও একজন মুসলমানের হৃদয় ও জিহ্বা দিয়ে মহান আল্লাহকে স্মরণ করার চেষ্টা করা উচিত, যদি তারা তাদের হৃদয়কে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য সংগ্রাম করে তবে তাদের কখনই মহান আল্লাহকে স্মরণ করা ত্যাগ করা উচিত নয়। আল্লাহকে স্মরণ না করার চেয়ে শুধু জিহ্বা দিয়ে স্মরণ করা অনেক উত্তম।

যখন একজন মুসলমান পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করে তখন তাদের সম্পূর্ণরূপে সচেতন হওয়া উচিত যে এগুলি বিশ্বজগতের প্রতিপালকের বাণী এবং তাই সেগুলি শ্রদ্ধা ও শ্রদ্ধার সাথে পাঠ করে। এই সম্মানের একটি অংশ হল প্রতিটি শব্দ সঠিকভাবে উচ্চারণের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা। এই কারণেই কীভাবে সঠিকভাবে আবৃত্তি করতে হয় তা শেখা এত গুরুত্বপূর্ণ। যেহেতু ভুল উচ্চারণ কিছু ক্ষেত্রে শব্দ বা আয়াতের অর্থ পরিবর্তন করতে পারে, যা একটি গুরুতর সমস্যা। সম্মানের আরেকটি অংশ হল পবিত্র কুরআনের শিক্ষাগুলোকে বোঝার চেষ্টা করা এবং সেগুলোকে নিজের জীবনে প্রয়োগ করা। পবিত্র কুরআনকে সুন্দর কাপড়ে মুড়ে উঁচু শেলফে রাখা প্রকৃত সম্মান নয়। সঠিকভাবে তেলাওয়াত করা, বোঝা এবং তার উপর আমল করা।

উপরন্তু, কেউ মহান আল্লাহর নাম ব্যবহার করা উচিত নয়, যেমন খালি শপথ গ্রহণ করা। মুসলমানদের উচিত মহান আল্লাহর বরকতময় নামের প্রতি অধিক শ্রদ্ধাশীল হওয়া।

একজন মুসলমানের উচিত মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করা, বিশেষ করে যখন তাঁর উপর সালাম ও রহমত প্রেরণ করা বা তাঁর হাদীস অধ্যয়ন করা। তাদের বোঝা উচিত যে তাঁর

কথাগুলি তাঁর কাছে স্বর্গীয়ভাবে প্রকাশিত হয়েছে তাই তারা অন্যদের কথার মতো আচরণ করা উচিত নয়। অধ্যায় 53 আন নাজম, আয়াত 3-4:

“এবং তিনি [তার নিজের] প্রবণতা থেকে কথা বলেন না। এটি একটি প্রত্যাদেশ ছাড়া নয়"

কিছু আলেম মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদিসগুলোর প্রতি এত বেশি সম্মান প্রদর্শন করেছেন যে, তারা কেবল ওযু করার পরই সেগুলো বর্ণনা করতেন এবং কখনোই নৈমিত্তিকভাবে তা করতেন না। পরিবর্তে, তারা একটি সমাবেশে সম্মানের সাথে বসবে এবং তাদের বর্ণনা করবে যখন তাদের ছাত্ররা নীরব থাকবে।

প্রকৃতপক্ষে মহান আল্লাহকে ভালোবাসার পরবর্তী নিদর্শন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, মহান আল্লাহ তায়ালা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে যারা ভালোবাসেন তাদের সকলকে ভালোবাসা, মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য, যদিও এটি তাদের সম্পর্কে কারও ব্যক্তিগত মতামতের বিরোধিতা করে। এই ভালবাসা তাদের অন্তর্ভুক্ত যারা তাদের কথার মাধ্যমে এবং আরও গুরুত্বপূর্ণভাবে তাদের কাজের মাধ্যমে ভালবাসা ঘোষণা করে। উদাহরণ স্বরূপ, এটা সকলের কাছে সুস্পষ্ট যে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সমস্ত পরিবার-পরিজন, সকল সাহাবায়ে কেরাম, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং নেককার পূর্বসূরিগণ এই প্রকৃত ভালোবাসার অধিকারী ছিলেন। সুতরাং তাদের প্রত্যেককে ভালোবাসা সেই ব্যক্তির উপর কর্তব্য যে মহান আল্লাহ ও মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি ভালোবাসার দাবি করে। এটি অনেক হাদীসের মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে যেমন সহীহ বুখারী, 17 নম্বরে পাওয়া একটি। এটি পরামর্শ দেয় যে মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর

সাহায্যকারীদের প্রতি ভালবাসা, অর্থাত্ পবিত্র নগরী মদিনার বাসিন্দারা। ঈমানের একটি অংশ এবং তাদের প্রতি ঘৃণা ভন্ডামীর লক্ষণ। জামে আত তিরমিযী, 3862 নম্বরে পাওয়া অন্য একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলমানদেরকে স্পষ্টভাবে সতর্ক করেছেন যে তারা যেন কোন সাহাবীর সমালোচনা না করেন, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন, কারণ তাদের ভালবাসা একটি চিহ্ন। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ভালোবাসা এবং তাদের ঘৃণা করা মহানবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এবং মহান আল্লাহকে ঘৃণা করার লক্ষণ। এই ব্যক্তি সফল হবে না যদি না তারা আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হয়। সুনানে ইবনে মাজা, 143 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁর বরকতময় পরিবার সম্পর্কে অনুরূপ বক্তব্য উল্লেখ করেছেন, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট।

যদি একজন মুসলিম অযৌক্তিকভাবে এমন কোন মুসলিমের সমালোচনা করে যারা মহান আল্লাহর প্রতি তাদের ভালবাসা প্রদর্শন করে, তাহলে এটি মহান আল্লাহর প্রতি তাদের ভালবাসার অভাব প্রমাণ করে। একজন মুসলমান যদি পাপ করে তবে অন্য মুসলমানদের পাপকে ঘৃণা করা উচিত কিন্তু মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তাদের উচিত হবে পাপী মুসলমানের প্রতি ভালোবাসা থাকতে হবে কারণ তাদের আল্লাহ, মহানবী ও মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি ভালোবাসা রয়েছে। তার উপর আশীর্বাদ বর্ষিত হোক। অন্যদের ভালবাসার লক্ষণ হল তাদের সাথে সদয় এবং সম্মানের সাথে আচরণ করা। সহজ কথায়, অন্যদের সাথে এমন আচরণ করা উচিত যেভাবে তারা চায় মানুষ তাদের সাথে আচরণ করুক।

উপরন্তু, একজন মুসলমানের উচিত সেই সমস্ত লোকদের অপছন্দ করা যারা আল্লাহ, মহান এবং পবিত্র নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে ভালোবাসে তাদের প্রতি অপছন্দ দেখায় , সে ব্যক্তি আত্মীয় বা অপরিচিত নির্বিশেষে। একজন মুসলমানের অনুভূতি কখনই তাদের আল্লাহ, মহান ও মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি প্রকৃত

ভালোবাসার এই নিদর্শন পূরণে বাধা দেবে না। এর অর্থ এই নয় যে তারা তাদের ক্ষতি করবে বরং তাদের এটা পরিষ্কার করে দেওয়া উচিত যে, যারা মহান আল্লাহ ও মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ভালোবাসে তাদের ঘৃণা করা অগ্রহণযোগ্য। যদি তারা এই বিপথগামী মনোভাবের উপর অটল থাকে তবে তাদের থেকে পৃথক হওয়া উচিত যতক্ষণ না তারা আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হয়।

মহান আল্লাহ ও মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সত্যিকারের ভালোবাসার পরবর্তী নিদর্শন হল, যারা সৎকর্ম সম্পাদন করে কিন্তু মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্য অনুসরণ না করে তা করে তাদের মনোভাবকে অপছন্দ করা। এবং তার উপর বরকত বর্ষিত হোক। অর্থ, তারা সক্রিয়ভাবে তাঁর ঐতিহ্য অনুসন্ধান করে না এবং তাদের উপর কাজ করে না। পরিবর্তে, তারা অন্যদের দ্বারা উপদেশ দেওয়া ভাল কাজের সন্ধান করে এবং কাজ করে। যদিও, এগুলিও এখনও ভাল কাজ, একজন মুসলিমকে অবশ্যই বুঝতে হবে যে আল্লাহ, মহান বা মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) দ্বারা নির্ধারিত বা পরামর্শ দেওয়া ভাল কাজের চেয়ে কোনও ভাল কাজই উচ্চতর নয়। সবকিছুরই একটা শ্রেণীবিন্যাস আছে। তাই সঠিক অগ্রাধিকার থেকে বিচ্যুত না হয়ে প্রথমে তাদের বাধ্যতামূলক দায়িত্ব পালন করা এবং তারপর যতটা সম্ভব মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত পালন করা উচিত। শুধুমাত্র তখনই তাদের অন্যান্য স্বেচ্ছামূলক কাজ করা উচিত যদি তারা তা করার জন্য সময় এবং শক্তি পায়। এমনকি মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্যকেও সঠিকভাবে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত কারণ সেগুলি গ্রেডে ভিন্ন, যা পণ্ডিতরা স্পষ্ট করেছেন। সহজ কথায়, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পথ ব্যতীত মহান আল্লাহর কাছে যাওয়ার সকল পথ অবরুদ্ধ। তাই মুসলমানদের উচিত অন্যদের দ্বারা নির্ধারিত স্বেচ্ছামূলক কর্মের উপর তার ঐতিহ্যকে বেছে নেওয়া। অধ্যায় 3 আলে ইমরান, আয়াত 31:

"বলুন, [হে মুহাম্মদ], "তোমরা যদি আল্লাহকে ভালোবাসো, তবে আমাকে অনুসরণ কর, [তাহলে] আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন এবং তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন..."

মহান আল্লাহকে সত্যিকারের ভালবাসার পরবর্তী নিদর্শন হল পবিত্র কুরআনকে ভালবাসা। এটিকে কেবল চুম্বন করে, একটি সুন্দর কাপড়ে মুড়ে এবং তারপর নিজের বাড়িতে একটি উঁচু শেলফে স্থাপন করার মাধ্যমে নয়, এর শিক্ষার উপর কাজ করার মাধ্যমে এটি অবশ্যই দেখানো উচিত। পবিত্র কুরআনের প্রতি তাদের ভালবাসা প্রমাণ করার জন্য একজনকে অবশ্যই পবিত্র কুরআনের দিকগুলি পূরণ করতে হবে। প্রথমত, তারা অবশ্যই শ্রদ্ধা ও একাগ্রতার সাথে সঠিকভাবে এবং নিয়মিত আবৃত্তি করতে হবে। দ্বিতীয়ত, পবিত্র কুরআনের শিক্ষা বোঝার জন্য তাদের অবশ্যই নির্ভরযোগ্য উৎস থেকে অধ্যয়ন করতে হবে। সবশেষে, তাদের দৈনন্দিন জীবনে এর শিক্ষার উপর কাজ করার জন্য সচেষ্ট হতে হবে। একজন মুসলিমকে সবসময় তার শিক্ষার উপর কাজ করতে হবে এবং শুধুমাত্র যখন এটি তাদের ইচ্ছার সাথে বা একটি নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে বা সময়ে, যেমন পবিত্র রমজান মাসে তা নয়।

উপরন্তু, পবিত্র কুরআনের প্রতি প্রকৃত ভালবাসার একটি অংশ হল এটিকে নিজের পার্থিব সমস্যা সমাধানের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার না করা। দুর্ভাগ্যবশত, কেউ কেউ এই মনোভাব গ্রহণ করেছে এবং যখন তারা কোন পার্থিব সমস্যার সম্মুখীন হয় তখনই তারা পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করে। এবং তাদের সমস্যা ঠিক হওয়ার মুহুর্তে তারা তাদের পরবর্তী পার্থিব সমস্যা না হওয়া পর্যন্ত এটিকে সরিয়ে দেয়। তারা এটিকে একটি টুলের মতো আচরণ করে যা শুধুমাত্র কিছু ঠিক করার জন্য টুলবক্স থেকে বের করা হয়। যদিও পবিত্র কুরআন পার্থিব সমস্যার নিরাময় কিন্তু এটি এর মূল কাজ নয়। এর মূল উদ্দেশ্য হল প্রকৃত নির্দেশনা যাতে কেউ নিরাপদে পরকালে পৌঁছাতে পারে। এটির প্রধান ফাংশন উপেক্ষা করা এবং শুধুমাত্র অন্য কিছুর জন্য এটি ব্যবহার করা বোকামি। এটা সেই লোকের মত যে একটা দামী গাড়ি কেনে যার ইঞ্জিন নেই

শুধু তার ভিতরে লাগানো টেলিভিশন দেখার জন্য। এই ব্যক্তি একটি বোকা লেবেল করা হবে না? একজন মুসলমান যদি পবিত্র কুরআনের সাথে সঠিক আচরণ করে তবে তারা দেখতে পাবে এটি কেবল তাদের জান্নাতের দিকে পরিচালিত করে না বরং এটি তাদের পার্থিব সমস্যারও সমাধান করে। অধ্যায় 17 আল ইসরা, আয়াত 82:

"এবং আমি কুরআন নাযিল করি যা মুমিনদের জন্য আরোগ্য ও রহমত, কিন্তু তা যালিমদের ক্ষতি ছাড়া বৃদ্ধি করে না।"

মহান আল্লাহকে সত্যিকারের ভালোবাসার পরবর্তী নিদর্শন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সৃষ্টির প্রতি আন্তরিক ভালোবাসা, কারণ তারা মহান আল্লাহর সৃষ্টি। এবং বিশেষ করে মুসলমানদের সাথে আন্তরিক ভালবাসা, কারণ তারা মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর জাতি। প্রকৃতপক্ষে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জামে আত তিরমিযী, 1926 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে ইঙ্গিত করেছেন, যখন তিনি উপদেশ দিয়েছেন যে, ঈমান সকল মানুষের জন্য আন্তরিক। জামি আত তিরমিযী, 2515 নম্বরে পাওয়া আরেকটি হাদিস সতর্ক করে যে একজন ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত সত্যিকারের ঈমানদার হতে পারে না যতক্ষণ না সে নিজের জন্য যা পছন্দ করে তা অন্যদের জন্যও ভালোবাসে। যেহেতু মহান আল্লাহ তাঁর অসীম মর্যাদা অনুসারে সৃষ্টির প্রতি করুণাময়, তাই মুসলমানদের উচিত মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তাদের প্রতি দয়াশীল হয়ে সৃষ্টিকে ভালোবাসা।

এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ, এই ভালবাসা শুধুমাত্র কথার মাধ্যমে নয়, একজনের কাজের মাধ্যমে দেখানো উচিত। সৃষ্টির প্রতি আন্তরিক ভালবাসার মধ্যে রয়েছে তাদের জন্য মঙ্গল কামনা করা এবং তাদের জন্য জিনিসগুলিকে আরও ভাল করার জন্য যা করা যায় তা করা, যেমন আর্থিক এবং মানসিক সমর্থন।

এটা মানুষের প্রতি ভালোবাসার একটি অংশ যে কেউ যখন খুশি হয় তখন খুশি হয় এবং যখনই তারা দুঃখিত হয় তখনই সে যতক্ষণ না তার উত্তরাধিকারী মনোভাব ইসলামের শিক্ষার পরিপন্থী না হয়। একটি উচ্চ স্তরের ভালবাসার মধ্যে রয়েছে যে ব্যক্তি অন্যের জীবনকে কেবলমাত্র মহান আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির জন্য আরও ভাল করার জন্য চরম সীমায় চলে যায়, এমনকি যদি এটি নিজেকে অসুবিধায় ফেলে। উদাহরণস্বরূপ , অভাবগ্রস্তদের আরও সম্পদ দান করার জন্য কেউ তাদের নিজস্ব দাবিতে সীমাবদ্ধতা স্থাপন করতে পারে।

সর্বদা মানুষকে একত্রিত করার আকাঙ্ক্ষা এবং প্রচেষ্টা ভাল উপর মানুষের প্রতি ভালবাসার একটি অংশ অন্যকে ভাগ করা একটি বৈশিষ্ট্য শয়তানের এটি অর্জনের একটি উপায় হল অন্যের দোষ-ত্রুটি ঢেকে রাখা এবং গোপনে তাদের পাপের বিরুদ্ধে উপদেশ দেওয়া। যারা এইভাবে কাজ করে তাদের গুনাহগুলো মহান আল্লাহ তায়ালা আবৃত করে দেন। জামি আত তিরমিযী, 1426 নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদীসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে।

যখনই সম্ভব একজনের উচিত অন্যদেরকে দ্বীনের দিক এবং বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলিকে উপদেশ দেওয়া এবং শেখানো উচিত যাতে তাদের পার্থিব ও ধর্মীয় উভয় জীবনই উন্নত হয়।

অন্যদের প্রতি তার ভালবাসার প্রমাণ হল যে তারা তাদের অনুপস্থিতিতে তাদের সমর্থন করে, উদাহরণস্বরূপ , অন্যের গীবত থেকে । অন্যদের থেকে দূরে সরে যাওয়া এবং শুধুমাত্র নিজের সম্পর্কে চিন্তা করা একজন মুসলিমের মনোভাব

নয়। সহজ কথায় , একজনকে অন্যদের সাথে এমন আচরণ করতে হবে যেভাবে তারা চায় মানুষ তাদের সাথে আচরণ করুক।

প্রকৃতপক্ষে মহান আল্লাহকে ভালোবাসার পরবর্তী নিদর্শন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, পরকালকে ভালোবাসে এবং জড় জগত থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে। এর কারণ হলো জড়জগৎ মানুষকে মহান আল্লাহ ও মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর স্মরণ থেকে বিমুখ হতে উৎসাহিত করে। অথচ পরকাল মানুষকে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ধৈর্য্যের সাথে নিয়তির মোকাবিলা করার মাধ্যমে তাঁর আদেশ-নিষেধ পালনের মাধ্যমে মহান আল্লাহর আনুগত্য করতে উৎসাহিত করে।

উপরন্তু, এটি পরকালে একজন মুসলিম মহান আল্লাহ, এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর সাথে দেখা করবে। অতএব, সত্যিকারের ভালবাসা একজনকে পরকালের দিকে ফিরে যেতে উত্সাহিত করবে। জড় জগত থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার অর্থ এই নয় যে একজনকে সম্পূর্ণরূপে জগৎ ত্যাগ করে গুহায় বসবাস করতে হবে। কিন্তু এর অর্থ হল, তাদের প্রয়োজন এবং দায়িত্বগুলিকে অপচয় ও অযথা পরিপূর্ণ করার জন্য তাদের এই দুনিয়া থেকে যা প্রয়োজন তা গ্রহণ করা উচিত এবং আখেরাতের জন্য প্রস্তুতির জন্য তাদের সময় উৎসর্গ করে এই জড় জগতের বাড়াবাড়ি থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া উচিত।

দুনিয়া ব্যতীত কাজ করা শুধু মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রীতি ছিল না, বরং জামে আত তিরমিযী, 2352 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে উল্লেখ আছে যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চেয়েছিলেন। এইভাবে পৃথিবী থেকে বিদায় নিন এবং এভাবেই পুনরুত্থিত হবেন।

মানুষের হৃৎপিণ্ড এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে যে তার মধ্যে অবশ্যই কিছু থাকবে। সুতরাং কেউ যদি এটিকে জড় জগত দিয়ে পূর্ণ করে তবে আখেরাতের ভালবাসার জন্য এতে কোনও স্থান থাকবে না। যদি কেউ এই জড় জগতের আধিক্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে তার অন্তর আখেরাতের সাথে পরিপূর্ণ হবে। এটি তাদেরকে মহান আল্লাহর প্রতি আন্তরিক আনুগত্যের মাধ্যমে এর জন্য প্রস্তুত হতে উৎসাহিত করবে। এটি মহান আল্লাহ ও মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রকৃত ভালোবাসার জন্ম দেবে।

এই ছোট বইটিতে যে সমস্ত নিদর্শন নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে সেগুলি অবলম্বন করা সকল মুসলমানের উপর কর্তব্য, যারা মহান আল্লাহ ও মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি ভালবাসার দাবি করে। এটি নিশ্চিত করবে যে তারা কেবল কথা নয় কাজের মাধ্যমে তাদের ভালবাসা প্রমাণ করবে এবং তবেই এটি উভয় জগতে তাদের উপকার করবে।

ভাল চরিত্রের উপর 400 টিরও বেশি বিনামূল্যের ইবুক

400 টিরও বেশি বিনামূল্যের ইবুক: https://shaykhpod.com/books/
ইবুক/ অডিওবুকগুলির জন্য ব্যাকআপ সাইট :
https://archive.org/details/@shaykhpod

শায়খপড ইবুকগুলির সরাসরি পিডিএফ লিঙ্ক:
https://spebooks1.files.wordpress.com/2024/05/shaykhpod-books-direct-pdf-links-v2.pdf

https://archive.org/download/shaykh-pod-books-direct-pdf-links/ShaykhPod%20Books%20Direct%20PDF%20Links%20V2.pdf

অন্যান্য ShaykhPod মিডিয়া

অডিওবুক : https://shaykhpod.com/books/#audio
দৈনিক ব্লগ: https://shaykhpod.com/blogs/
ছবি: https://shaykhpod.com/pics/
সাধারণ পডকাস্ট: https://shaykhpod.com/general-podcasts/
PodWoman: https://shaykhpod.com/podwoman/
PodKid: https://shaykhpod.com/podkid /
উর্দু পডকাস্ট: https://shaykhpod.com/urdu-podcasts/
লাইভ পডকাস্ট: https://shaykhpod.com/live/

দৈনিক ব্লগ, ইবুক, ছবি এবং পডকাস্টের জন্য বেনামে হোয়াটসঅ্যাপ চ্যানেল অনুসরণ করুন:
https://whatsapp.com/channel/0029VaDDhdwJ93wYa8dgJY1t

ইমেলের মাধ্যমে দৈনিক ব্লগ এবং আপডেট পেতে সদস্যতা নিন:
http://shaykhpod.com/subscribe